বাংলা প্রবন্ধ-নিবন্ধের রূপভেদ

ড. কুশল চ্যাটার্জী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটী

প্রবন্ধ

▲ সংজ্ঞা ঃ যে গদ্যমূলক সুসংহত রচনা তথ্য ও যুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাকেই সহজ ভাষায় প্রবন্ধ বলা যায়।

▲ বৈশিষ্ট্য ঃ ১. প্রবন্ধ জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটায়। ২. প্রবন্ধের সাথে তথ্য ও যুক্তির নিবিড় সম্পর্ক আছে। ৩. প্রবন্ধের ভাষা-মাধ্যম হয় গদ্য। -ইত্যাদি

▲ প্রকারভেদ ঃ ক. বিষয়গৌরবী (তথ্য ও যুক্তির বন্ধন দৃঢ়), খ. আত্মগৌরবী (ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রাধান্য)

▲ উদাহরণ ঃ

ক. বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ ঃ *পদার্থবিদ্যা*-অক্ষয়কুমার দত্ত, *বিজ্ঞানরহস্য*- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *জিজ্ঞাসা*- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -ইত্যাদি

খ. আত্মগৌরবী প্রবন্ধ ঃ *কমলাকান্তের দপ্তর*- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বিচিত্রপ্রবন্ধ*- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

সমালোচনা সাহিত্য

▲ **সংজ্ঞা** ঃ সাহিত্যের উৎকর্ষ, অপকর্ষ, গুণাগুণ বিষয়ক তথ্যমূলক বিচারধর্মী আলোচনাকে সাহিত্য সমালোচনা বলা যায়।

▲ **বৈশিষ্ট্য** ঃ ১. প্রকৃত সমালোচনা অবশ্যই হয় গঠনমূলক। ২. সমালোচনা সাহিত্যের নানা দিক উন্মোচিত করে, ৩. সাধারণত সমালোচনার ভাষা-মাধ্যম হয় গদ্য। -ইত্যাদি

▲ **প্রকারভেদ** ঃ ক. ঐতিহাসিক, খ. তত্ত্বসন্ধানী, গ. তুলনামূলক, ঘ. মনস্তত্ত্বমূলক, ঙ. বস্তুনিষ্ঠ ইত্যাদি

▲ **উদাহরণ** ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *কালিদাস ও সেক্সপীয়র*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমনা* ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

রম্যরচনা

▲ **সংজ্ঞা** ঃ সাধারণত গদ্যভাষায় লেখা সরস ও রমণীয় রচনাকেই রম্যরচনা বলা যায়।

▲ **বৈশিষ্ট্য** ঃ রম্যরচনা সরস সাহিত্য। ২. রম্যরচনার চাল হয় লঘু, ৩. রম্যরচনার মেজাজ হয় বৈঠকি। –ইত্যাদি

▲ **উদাহরণ** ঃ প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল*, কালীপ্রসন্ন সিংহের *হুতোমপ্যাঁচার নক্সা* -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

ভ্রমণ সাহিত্য

▲ **সংজ্ঞা** ঃ সাধারণত যে সাহিত্যে রচয়িতার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-অনুভূতি প্রকাশিত হয়, তাকেই ভ্রমণ সাহিত্য বলে।

▲ **বৈশিষ্ট্য** ঃ ১. ভ্রমণ সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি স্থান পায়। ২. ভ্রমণ সাহিত্যে প্রকৃতির নিবিড় বর্ণনা থাকতে পারে। ৩. ভ্রমণ সাহিত্যে সাধারণত দুরূহতা বর্জন করা হয় । -ইত্যাদি

▲ **উদাহরণ** ঃ জলধর সেনের *হিমালয়*, নবনীতা দেবসেনের *হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে*, অন্নদাশঙ্কর রায়ের *পথে প্রবাসে* -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

পত্রসাহিত্য

▲ **সংজ্ঞা** ঃ ব্যক্তিগত পত্র সাহিত্যরসমণ্ডিত হয়ে যখন সর্বজনপাঠ্য হয়ে ওঠে, যার মধ্যে সাহিত্য-গুণ থাকে, সাধারণ ভাবে তাকেই পত্রসাহিত্য বলে।

▲ **বৈশিষ্ট্য** ঃ ১. পত্রসাহিত্য ব্যক্তিগত হয়েও সার্বজনীন। ২. পত্রসাহিতে আলাপের সুর লক্ষ্য করা যায়।৩. সমকালীনতা পত্রসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। -ইত্যাদি

▲ **উদাহরণ** ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, ছিন্নপত্র* -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

ডায়েরি-জাতীয় সাহিত্য

▲ **সংজ্ঞা** ঃ ডায়েরির মতো সাল-তারিখ সম্বলিত দিনপঞ্জিধর্মী সাহিত্য-রচনাকে ডায়েরি-জাতীয় সাহিত্য বলে।

▲ **বৈশিষ্ট্য** ঃ ১. এই জাতীয় রচনায় সাল-তারিখের উল্লেখ থাকে। ২. পত্রসাহিতে আলাপের সুর লক্ষ্য করা যায়। ৩. সমকালীনতা পত্রসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। -ইত্যাদি

▲ **উদাহরণ** ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী*, চারুচন্দ্র দত্তের *পুরাণো কথা* -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

জীবনী সাহিত্য

▲ **সংজ্ঞা** ঃ প্রখ্যাত কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণীয় জীবনকে কেন্দ্র ক'রে লেখা সাহিত্যকে বলা হয় জীবনী সাহিত্য।

▲ **বৈশিষ্ট্য** ঃ ১. এই জাতীয় রচনা হয় তথ্য- সমৃদ্ধ। ২. যে ব্যক্তির জীবনকে কেন্দ্র ক'রে জীবনী সাহিত্যটি রচিত হবে, সেই ব্যক্তির জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা তাতে স্থান পাবে।৩. তথ্যের বিকৃতি এই ধরণের সাহিত্যে ঘটানো যায় না। –ইত্যাদি

▲ **উদাহরণ** ঃ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, উমা দেবীর *বাবার কথা* -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee